105

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 FEB. 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

অবকাঠামো ও উপকরণ না থাকায়

ভোলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

ভোলা সংবাদদাতা ।। অবকাঠামোগত অসুবিধা, উপকরণাদির অভাব এবং অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে ভোলা জেলায় প্রায় পঁচিশ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

জেলা প্রাইমারী শিক্ষা কর্মকর্তা সালাউদ্দিন জানান, ভোলা থানায় বর্তমানে সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয় ৯৫টি, রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী বিদ্যালয় ৯৭টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় ৭টি, বোরহানুদ্দিন থানায় সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয় ৬১টি। রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী বিদ্যালয় ৮৪টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় ১০টি। লালমোহন থানায় সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয় ৭২টি। রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

অবকাঠামো ও উপকরণাদি

(৩য় পৃঃ পর)

বিদ্যালয় ১০৪টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদালয় ১০টি। চরফ্যাশন থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭১টি, রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০১টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড ৭টি, দৌলতখান থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৩টি, রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় ৩৫টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি এবং মনপুরা থানায় সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি। রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২টি এবং নন-রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হইল ৩টি। মোট ৮৭১টি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা হইল ৪১৬৬ জন। প্রধান শিক্ষকের ৪৬টি এবং সহকারী শিক্ষকের ৪৪টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে মোট পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইল ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯৭ জন।

অধিকাংশ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত অসুবিধা রহিয়াছে। চাল নাই, বেড়া নাই। পাঠদানের উপকরণও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অপ্রতুল। বেঞ্চের অভাবই তীব্র। জেলার অধিকাংশ লোক গরীব বিধায় যথাসময়ে তাহাদের সন্তানদের খাওয়া-পরা দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অসমর্থ। লেখাপড়ার সময়ে দেখা যায় শিশুরা ক্ষেতে কর্মরত পিতার জন্য পান্তা লইয়া যাইতেছে। কিংবা খাল-বিলে দিগম্বর অবস্থায় পুঁটি বা অন্য কোন গুঁড়ামাছ ধরার চেষ্টা চালাইতেছে। একদিকে জেলার প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়ার পরিবেশ অনুপস্থিত, অন্যদিকে কোমলমতি বালক/বালিকাদের পিতামাতারা তাহাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অপারগ। এই কারণে প্রায় পঁচিশ হাজার শিশু এই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারা একইস্থানে বছরের পর বছর চাকুরী করে বিধায় প্রায়শ তাহারা কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ে গিয়া কোন শিক্ষককে না পাইলে বিদ্যালয়ে গিয়া তুল কালাম কাণ্ড করিয়া চলিয়া আসে। পরে অবশ্য বোধগম্য কারণেই বিষয়টি চাপিয়া যায়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতেও এখন ভেজাল ঢুকিয়াছে বলিয়া অভিযোগ আছে। মুখচেনা কিছু টাউটদের স্ত্রীরা শিক্ষিকার চাকুরীতে নিয়োজিত বলিয়া তাহাদের অনিয়ম সম্পর্কে কর্মকর্তারা কিছু বলিতে সাহস পায় না। খোঁজ-খবর নিলে উত্তর আসে কি করিব, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। ২000 সাল নাগাদ প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করিতে হইলে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি কর্তৃপক্ষকে এখনই ভাবিয়া দেখা দরকার।

নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভোলা জেলার ৭টি থানায় নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৫৬টি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইল ৯৪টি। এই সমস্ত বিদ্যালয়সমূহে মোট পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজার বলিয়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক) মোকাম্মেল হক জানান, নিম্নমাধ্যমিক স্কুলগুলি অদ্যাবধি কোন উন্নয়ন স্কীমের আওতায় পড়ে নাই বলিয়া বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এখানে না আছে কোন চাল, না আছে বেড়া, আর না আছে কোন বেঞ্চ। কোন স্কুলে পায়খানা প্রস্রাবের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা কেহ বলিতে পারে না। ছাত্ররা স্কুলের বেতন কালেভদ্রে পরিশোধ করে। শিক্ষক শিক্ষিকারা সরকারী অনুদানের বেতনের শতকরা ৮০ টাকা পাইয়াই খুশী। এই সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নাই বলিলেই চলে।

এদিকে জেলার ৯৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দশ ভাগ পাকা করা হইয়াছে ফেসিলেটিজ বিভাগ কর্তৃক। এই সমস্ত বিদালয়সমূহে অবকাঠামোগত সুবিধা থাকিলেও ছাত্র-ছাত্রীদের বসিবার জন্য বেঞ্চের তীব্র অভাব। শিক্ষা বিভাগ এদিকে দৃষ্টি দিবেন ইহাই সকলের প্রত্যাশা।